



222485 - যবে ব্যক্ত রমযানেৰে দিনেৰে বলোয় স্ত্ৰী সহবাস কৰছে কনিতু রোযা রাখতে অক্ষম তার কাফ্ফারা

প্ৰশ্ন

যে নারীৰ সাথে তার স্বামী রমযানেৰে দিনেৰে বলোয় সহবাস কৰছে; সে নারী যদি লাগাতৰ দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তার শারীৰিক দুৰ্বলতা ও ঋতুচক্ৰেৰে কাৰণে তার কাফ্ফারাৰ হুকুম কী?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

রমযানেৰে দিনেৰে বলোয় সহবাসে লপিত হওয়া রোযা ভঙগেৰে কাৰণসমূহেৰে মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এভাবে রোযা ভঙগাৰ কাৰণে কাফ্ফারা ওয়াজবি হওয়ার সাথে ইস্তগিফাৰ কৰা, তওবা কৰা এবং এ দিনেৰে রোযাৰ কাযা পালন কৰা ওয়াজবি।

এ গুনাৰ কাফ্ফারা হল নমিনোক্ৰ ক্ৰমধাৰায়: ক্ৰীতদাস আযাদ কৰা। যদি ক্ৰীতদাস না পায় তাহলে লাগাতৰ দুই মাস রোযা রাখা। যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া।

অক্ষমতা বা সামৰ্থ্যহীনতাৰ কাৰণ ছাড়া এক স্তৰেৰে কাফ্ফারা বাদ দিয়ে অপর স্তৰেৰে কাফ্ফারাতে যাওয়া জায়যে নয়।

আরও জানতে দেখুন: [106532](#) নং প্ৰশ্নোত্তৰ।

দুই:

সহবাসকালে স্ত্ৰী যদি ওজরগ্ৰস্ত হয়; যমেন- জবরদস্তিৰ শকাৰ হওয়া, কথিবা ভুলে যাওয়া কথিবা রমযানে দিনেৰে বলোয় সহবাস কৰা যে হারাম সটো না জানা; তাহলে তার গুনাহ হবে না এবং তার উপৰ কাফ্ফারাও ওয়াজবি হবে না।

যে নারীৰ সাথে জবরদস্তি কৰে সহবাস কৰা হয়ছে সেই দিনে তার রোযা সহহি হবে কনি— এ ব্যাপাৰে আলমেগণ মতভদে কৰছেনে। যারা রোযা রাখাকে ওয়াজবি বলছেনে তাদের অভমিতকে ধৰ্তব্যে এনে তিনি যদি সত্ৰকতাস্বৰূপ এ দিনেৰে বদলে অন্য একদিন রোযা রাখনে তাহলে সটো উত্তম।

আর যদি স্ত্ৰী তার স্বামীৰ অনুগত হয়ে সহবাসে লপিত হয়, তার কোন ওজর না থাকে সক্ষেত্ৰে তার উপৰ কাযা ও



কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজবি হবো। এটি জিমহুর আলমেরে অভিমত।

এ মাসয়ালাটি আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন: [106532](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি কোন নারী তার ধর্মান্তরযোগ্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হন তাহলে তার উপর কাফ্ফারা হল: ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া। সো নারী নজিহে এটা পরশিোধ করবনে কথিবা তার পক্ষ থেকে পরশিোধ করার জন্য স্বামীকে দায়িত্ব দবিনে।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন: "রমযানরে দিনরে বলোয় সহবাস করার কাফ্ফারা হচ্ছো পূর্বোক্ত ক্রমধারায়। তাই কটে দাস আযাদ করতে অক্ষম না হলে রোযা রাখার দকিহে যতে পারবে না। কটে রোযা রাখতে অক্ষম না হলে খাদ্য দেওয়ার দকিহে যতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি দাস আযাদ ও রোযা রাখতে অক্ষম হওয়ার কারণে খাদ্য দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করনে তাহলে তনি ষাটজন গরীব-মসিকীন রোযাদারকে ইফতার করানো জায়হে হবো। এভাবে ইফতার করতে হবো যাতো করে, স্থানীয় খাদ্য দিয়ে তারা পটে ভরে খতে পারে। এভাবে একবার নজিহে কাফ্ফারা হিসিবে এবং আরকেবার স্ত্রীর কাফ্ফারা হিসিবে খাওয়াবনে। কথিবা ষাটজন মসিকীনকে ষাট স্বা খাদ্য নজিহে কাফ্ফারা ও স্ত্রীর কাফ্ফারা হিসিবে প্রদান করবনে। প্রত্যকে মসিকীনকে এক স্বা করে দবিনে। এক স্বা-এর পরিমাণ হচ্ছো প্রায় তনি কলিগোরাম। [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি (৯/২৪৫)]

চার:

রোযা রাখা শুরু করার পর যদি কারো হায়হে আরম্ভ হয় এতে করে তার কাফ্ফারার রোযার পরম্পরা নষ্ট হবো না। বরং হায়হে শুরু হলে তনি রোযা ভেঙে ফলেবনে। এরপর যখন পবিত্র হবনে তখন আগে যতটি রোযা রেখেছেন এরপর থেকে দুই মাসরে অবশিষ্ট রোযা পূরণ করবনে। কেনো হায়হে এমন একটা বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদমরে ময়েদেরে তাকদীরে রেখেছেন। এতে কারো কোন হাত নহে। এটি আলমেদেরে মাঝে সর্বসম্মত মত।

আরও বেশি জানতে দেখুন: [82394](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতি মাসে ঋতুচক্র ঘুরে আসা কথিবা কষ্ট হওয়ার আশংকা করা কোন ধর্মান্তর ওজর নয়; যে ওজররে কারণে খাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা যতে পারে। বরং ওয়াজবি হল রোযা রাখা। এমনকি হায়হে হলও। অক্ষমতা ছাড়া তার উপর থেকে রোযা রাখার হুকুম মওকুফ হবো না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।